মানসম্পন্ন ব্রয়লার ও লেয়ার বাচ্চার বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট

সাভার, ঢাকা-১৩৪১

মানসম্পন্ন ব্রয়লার ও লেয়ার বাচ্চার বৈশিষ্ট্য

স্বল্প সময়ে অধিক লাভ - এই নীতিমালার উপর ভিত্তি করে বর্তমানে বাংলাদেশে অনেক ছোট, মাঝারী এবং বৃহৎ আকারে ব্রয়লার ও লেয়ার খামার গড়ে উঠছে। ব্রয়লার ও লেয়ার পালন একদিকে যেমন খামারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করছে তেমনি দেশের পুষ্টি ঘাটতি মোকাবেলায় রয়েছে সক্রিয়।

প্রত্যাশা এবং প্রাপ্তির অপূর্ব সমন্বয়ের জন্য মানসম্পন্ন বাচ্চা একজন খামারীর প্রধান আকাঙ্খা। মানসম্পন্ন বাচ্চাই হচ্ছে সাফল্যজনকভাবে ব্রয়লার ও লেয়ার উৎপাদন তথা মাংস ও ডিম উৎপাদনের মূল চাবিকাঠি। একটি ভাল বীজ থেকে যেমন অধিক উৎপাদন পাওয়া সম্ভব তেমনি ভাল ও উন্নত মানের বাচ্চা থেকে অধিক মাংস ও ডিম উৎপাদন করা সম্ভব। মানসম্পন্ন বাচ্চা উৎপাদন ব্যতিত ভাল উৎপাদন আশা করা যায় না। দেশে এখন ছোট বড় অনেক হ্যাচারী বাচ্চা উৎপাদন এবং বাজারজাত করছে। আধুনিক পদ্ধতিতে বাচ্চা উৎপাদন করা হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাচ্চা ফোটানের সময় বেশ কিছু অস্বাভাবিকতা পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন কারণে এইসব অস্বাভাবিকতা ঘটে থাকে। দেশের বেশীর ভাগ খামারীই কোন রূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ না নিয়েই খামার করা শুরু করেন। এই সব খামারীরা তাদের অনভিজ্ঞতার কারণে কতিপয় সুনামধারী হ্যাচারী ছাড়া বিভিন্ন হ্যাচারী থেকে প্রায়সঃ সুস্থ সবল বাচ্চার বদলে নিম্নমানের দূর্বল বা রোগাক্রান্ত বাচ্চা দিয়ে তাদের খামার শুরু করেন।

আবার অনেক হ্যাচারী তাদের উৎপাদিত বাচ্চার গুণগতমান সম্পর্কে ভাল ধারনা প্রদানের জন্য বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধি, খাদ্য রূপান্তরের দক্ষতা, মৃত্যুহার ইত্যাদি তথ্যাবলী সরবরাহ করে, আর এই সকল বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে খামারীগণ বাচ্চা ক্রয়ের সময় বাচ্চার

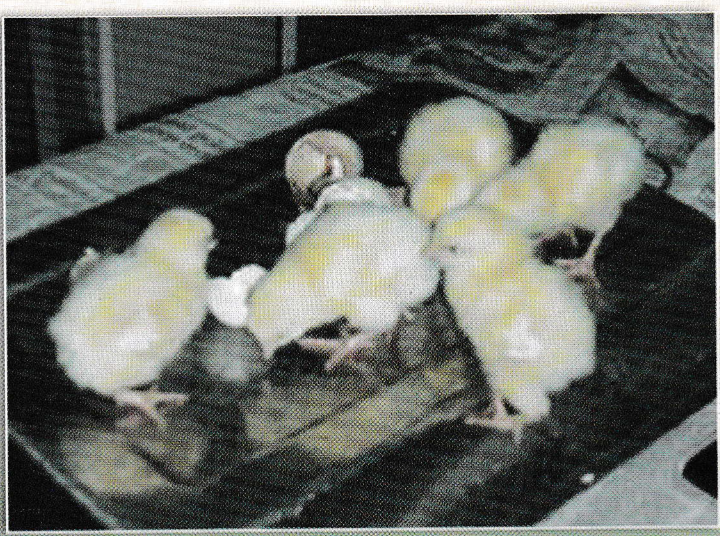

বাহ্যিক অবস্থা বিবেচনা না করে বাচ্চা ক্রয় করে থাকেন। এসব খামারীরা তাদের খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে যাতে ব্যর্থ না হন সেজন্য হ্যাচারী মালিকদের উচিৎ সঠিকভাবে বাছাই করে সুস্থ সবল বাচ্চা বিক্রয় করা। হ্যাচারী থেকে বাচ্চা কেনার সময় যে সকল বিষয়গুলো প্রাথমিকভাবে বিবেচ্য সেগুলো হলো বাচ্চার দাম, সহজ প্রাপ্যতা, বাচ্চার গুণাগুণ ও বিশ্বস্ত মাধ্যম। খামারীগণকে বাচ্চা ক্রয় করার সময় যে বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে, সেগুলো হলো বাচ্চার দাম কম

হলেই কোন খারাপ বা নিম্নমানের হ্যাচারী থেকে বাচ্চা না কিনে মানসম্পন্ন পরিচিত, বিশ্বাসযোগ্য, প্রতিষ্ঠিত, সুনাম আছে এমন কোম্পানী/হ্যাচারী থেকে গুণগতমান সম্পন্ন বাচ্চা যা খামারীর নিকটস্থ স্থানে সহজপ্রাপ্য সেই সব বাচ্চা ক্রয় করা।

কোন কোন খামারী হ্যাচারী থেকে বাচ্চা ক্রয়ের ক্ষেত্রে বাচ্চার রং দেখে ভালমানের বাচ্চা বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু এটি সঠিক নয়। হ্যাচারীতে নিয়মিত ফরমালডিহাইড দ্বারা ফিউমিগেশন করলে অনেক ক্ষেত্রে বাচ্চার রং হলুদ দেখা যায় এবং বাচ্চার ট্রাকিয়া/শ্বাসনালী ক্ষত এবং রক্ত জমাট বেধে থাকে। এর ফলে বাচ্চার জীবনকাল এবং বাচ্চার গুণগত মান কমে যায়। খামারীগণ হ্যাচারী থেকে গুণগতমান সম্পন্ন বাচ্চা ক্রয়ের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো বিবেচনায় রাখলে তাদের খামারে সুস্থ সবল বাচ্চা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকবে অনেক বেশী। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য গুলো মানসম্পন্ন বাচ্চার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঃ

১। ওজন এবং আকৃতিতে সকল বাচ্চা সমমানের হবে ;

২। বাচ্চা অধিক ছোট হবে না, বাচ্চার গড়পড়তা ওজন স্ট্রেইনের ভিন্নতা অনুযায়ী ব্রয়লারের ক্ষেত্রে ৪০-৪২ ও লেয়ারের স্ট্রেইন ভিন্নতা অনুযায়ী ৩৮-৪০ গ্রামের কাছাকাছি হতে হবে ;

৩। বাচ্চা পরিস্কারভাবে প্রস্ফুটিত,শুস্ক, তরতরে, ঝরঝরে দেখা যাবে;

৪। কিচিরমিচির শব্দ করে চঞ্চল ও প্রানোচ্ছল থাকবে, বাচ্চার নড়াচড়াতে থাকবে অত্যন্ত স্বাভাবিকতা ;

৫। বাচ্চা অন্ধ হবেনা, বাচ্চার তীক্ষ্ম, উজ্জল, স্বচ্ছ এবং ক্ষত/আঘাতমুক্ত চোখ থাকবে ;

৬। বাচ্চা ল্যাংড়া/খোড়া বা দূর্বল হবে না এবং ঢলে পড়বে না ;

৭। বাচ্চার শরীর আঠালো হবে না অর্থাৎ বাচ্চা ডিমের ভিতরকার বস্তুর দ্বারা আবৃত থাকবেনা ;

৮। বাচ্চার নাভীদেশ কুসুম থলি মুক্ত, পরিপূর্ণভাবে শুস্ক এবং অক্ষত থাকবে। বাচ্চার নাভী অমসৃন অথবা সংকুচিত হবে না ;

৯। নাভীর চারিপাশ ডাউনফেদার (Down feather) বিহীন হবে না;

১০। ডাউন ফেদার শুষ্ক, নরম এবং সমস্ত শরীরকে ঢেকে রাখবে ;

১১। শক্ত সমর্থ দৈহিক গঠন অর্থাৎ দেহ স্পর্শ করলে দৃঢ়/ অটল মনে হবে;

১২। বাচ্চার আচরণ হবে সতর্ক এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি হবে সজাগ এবং শব্দ সংবেদনশীল;

১৩। পা কোঁকড়ানো হবে না। পায়ের গঠন হবে স্বাভাবিক, হাঁটুদ্বয় স্বাভাবিক আকৃতি এবং চামড়া অক্ষত, মসৃন ও তুলতুলে হবে।

১৪। পায়ের নখ ও ঠোঁটের স্বাভাবিক গঠন ও অঙ্গ সংস্থান অর্থাৎ কোঁকড়ানো আঙ্গুল বা বাঁকানো ঠোঁট হবে না ;

১৫। পা ফ্যাকাশে হবেনা। পায়ের অনাবৃত অংশ স্বচ্ছ এবং চকচকে দেখে বুঝে নিতে হবে বাচ্চা পানি স্বল্পতায় আক্রান্ত কিনা ;

১৬। বাচ্চার বক্র/বিকৃত গলা থাকবেনা ;

১৭। পায়ের হক জয়েন্ট ফোলা বা লাল আভা যুক্ত হবে না ;

১৮। বাচ্চা যে কোন সংক্রামক রোগমুক্ত হতে হবে এবং একদিনের বাচ্চাকে প্রয়োজনীয় টিকা প্রদান করতে হবে ;

১৯। শ্বাস কষ্টজনিত সমস্যা এবং ধকলমুক্ত হবে ;

২০। পায়ূপথ শুকনো এবং কোমল হবে। পায়ূ পথের চারদিকের পালক জটপাকানো কিংবা ভেজা অথবা চুনাদাগ যুক্ত হবে না ;

২১। প্রথম সপ্তাহে বাচ্চার মৃত্যুহার ১% এর কম থাকবে এবং ২ সপ্তাহে মৃত্যুহার কোন ভাবেই ১.৫% এর বেশী হবেনা;

২২। সব সময় বাচ্চা পানি এবং খাদ্য সক্রিয়ভাবে গ্রহণ কর[ে] এবং

২৩। তলপেট নরম এবং কোমল হবে, ফাপাঁ বা শক্ত হবে না

খামারীগণ উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে হ্যাচারী মানসম্পন্ন বাচ্চা ক্রয় করলে তাদের খামার প্রাথমিকভাবে বি ঝুঁকি থেকে রক্ষা পাবে এবং খামার সাফল্যজনকভাবে পরি করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

রচনায়
রেজিয়া খাতুন

সম্পাদনায়
ডঃ কাজী মোঃ ইমদাদুল হক

বি এল আর আই প্রকাশনা নং- ১০৯

প্রথম সংস্করণ
৫০০০ (পাঁচ হাজার) কপি

প্রকাশকাল
জুলাই ২০০৪

প্রকাশনায়
পোলট্রি প্রযুক্তি উন্নয়নে ব্রিজিং প্রকল্প
বাংলাদেশ পশুসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
সাভার, ঢাকা-১৩৪১
ফোন: ৮৮ ০২ ৭৭০৮৩২০-২,
ফ্যাক্স: ৮৮ ০২ ৭৭০৮৩২৫
ই-মেইল: dgblri@bangla.net

মুদ্রণে
BAMSS Trade
এন-২২, নুরজাহান রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭